দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই সংকটের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমন সময় ১৬ মণ সরকারি বই বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার উত্তর মেরামতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মখলেসুর রহমানের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২৭ টাকা কেজি দরে বইগুলো বিক্রি করেন তিনি। বই বিক্রির কথা স্বীকারও করেছেন শিক্ষক মখলেসুর রহমান।

advertisement

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি শূন্য থাকায় রাজশাহী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহা. নাসিরউদ্দীন এ উপজেলার দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন, এসব বই সরকারি সম্পত্তি। অবশিষ্ট বই থাকলে তা সরকারকে ফেরত দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক সরকারি বই বিক্রি করে থাকলে অপরাধ করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

advertisement 4

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই বিদ্যালয়ের দুজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রায় দুই বছর আগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজমল হক মারা যাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন মখলেসুর রহমান। দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বিদ্যালয়ের গাছসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করা শুরু করেন। সর্বশেষ সোমবার সকালে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা কিংবা ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করেই ১৬ মণ

সরকারি পাঠ্য বই ২৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন। সহকারী শিক্ষকরা নিষেধ করলেও কারও কথায় কর্ণপাত করেননি তিনি।

সরকারি বই বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তর মেরামতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিক মখলেসুর রহমান বলেন, গত বছরের বই স্কুলে জমা ছিল। ইঁদুরে কেটে নষ্ট করছিল। এ জন্য ঢাকার এক বই ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছি। এটা অনিয়মের মধ্যে পড়ে না।

চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সোহরাব হোসেন বলেন, ওই প্রতিষ্ঠান প্রধানের বই বিক্রির কথা এখনই জানলাম। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে অবশিষ্ট বইয়ের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে রাজশাহী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহা. নাসিরউদ্দীন বলেন, সরকারি নিয়মে কোনো স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের পর বই অবশিষ্ট থাকলে প্রধান শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর চিঠি দিয়ে বইয়ের সংখ্যা জানাতে হবে। কর্মকর্তা শিক্ষা অধিদপ্তরকে বিষয়টি জানাবেন। অবশিষ্ট বই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে

হবে। অধিদপ্তর বিক্রির অনুমতি দিলে উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তাকে প্রধান করে নিলাম কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি উন্মুক্ত নিলামে প্রতিযোগিতামূলক দরে বই বিক্রি করতে পারবেন। সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনোভাবেই নিজে বই বিক্রি করতে পারবেন না। বিক্রির বিষয়টি প্রমাণ হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

1
Shares